ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

শাহরুখের 'জওয়ান' ও 'পাঠান' সেরা জনপ্রিয় সিনেমার তালিকায়

পৃঃ ৫

প্রতারণার অভিযোগে রোনালদোর বিরুদ্ধে বিলিয়ন ডলারের মামলা

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩৩০ ● কলকাতা ● ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ● বুধবার ● ০৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

দেশের ৩১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে "দেশরত্ন ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ স্মৃতি সম্মান" প্রদান করা হয়েছে

উষা পাঠক. সিনিয়র সাংবাদিক : নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর ২০২৩ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : এখানে একটি জমকালো অনুষ্ঠানে দেশের ৩১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে "দেশরত্ন ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ স্মৃতি সম্মান" প্রদান করা হয়েছে।

রবিবার রাজধানী দিল্লিতে গান্ধী শান্তি প্রতিষ্টানে দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের জন্মদিনে অল ইন্ডিয়া মানব সমাজ ট্রাস্ট আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে পাটনা হাইকোর্টের প্রাক্তন সিনিয়র বিচারপতি বিচারপতি ভি.এন. সিনহা এবং প্রাক্তন ডিজিপি আমোদ কাঁথ এই সম্মাননা প্রদান করেন।প্রখ্যাত সিনিয়র সাংবাদিক ডঃ সমরেন্দ্র পাঠকের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন এবং সংগঠনের স্থায়ী সদস্য অ্যাডভোকেট কেশব চৌধুরী অতিথিদের স্বাগত জানান এবং প্রধান হীরা লাল প্রধান কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তবে অনেক বক্তা তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

যে ব্যক্তিত্বদের এই সম্মান দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ডক্টর বিদ্যা নাথ ঝা, অধ্যাপক বিএন মিশ্র, গল্পকার আচার্য ধর্মেন্দ্র নাথ মিশ্র, দেশের প্রথম মহিলা অটো চালক সুনীতা চৌধুরী, বিহারের বিখ্যাত পুলিশ অফিসার জেপি রাই, অ্যাডভোকেট দিব্যা জ্যোতি

এরপর ৩ পাতায়

ডেপুটি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বিক্রম মিস্রির সঙ্গে বৈঠকও করবেন ফিনার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মার্কিন মুলুকে খলিস্তানি নেতাকে খুনের ছক ভারতের! এই অভিযোগের 'তদন্ত' করতেই কি ভারতে এসেছেন মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন ফিনার? সেরকমটাই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। জানা গিয়েছে, সোমবার ফিনারের নেতৃত্বে ভারতে এসেছে মার্কিন প্রতিনিধি দল। ডেপুটি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বিক্রম মিস্রির সঙ্গে বৈঠকও করবেন ফিনার।তবে কূটনৈতিক মহলে জল্পনা বাড়িয়েছে বিবৃতির দ্বিতীয় অংশ। সেখানে বলা হয়, 'মার্কিন ভূমিতে খুনের ছক কষার অভিযোগ উঠেছে, সেই নিয়ে তদন্ত কমিটি গড়েছে ভারত। সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন ফিনার। সেই সঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দিতে চান, এই ঘটনায় যারা দোষী সাব্যস্ত হবে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়াও অত্যন্ত জরুরি।' বিবৃতির এই অংশ দেখেই অনেকে মনে করছেন, পান্নুনকে খুনের ছক কষার অভিযোগের সঠিক তদন্ত হচ্ছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখতেই ভারতে এসেছেন বাইডেনের উপদেষ্টা। সোমবার বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে বৈঠকও করেন ফিনার।তার পর থেকেই কূটনৈতিক মহলে জল্পনা, তাহলে কি পান্নুনকে খুনের ছকে ভারতের ভূমিকা খতিয়ে দেখতেই এই সফর?

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অন্যতম প্রধান নিরাপত্তা উপদেষ্টা এই ফিনার। তিনি ভারতের উদ্দেশে রওয়ানা দেওয়ার পরেই একটি বিবৃতি জারি করেছে হোয়াইট হাউস। সেখানে বলা হয়, ৪ ডিসেম্বরই জন ফিনারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল দিল্লিতে যাচ্ছে। মূলত আইসিইটি নিয়ে কতখানি অগ্রগতি হয়েছে, তা খতিয়ে দেখতেই মিস্রির সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তিনি। উল্লেখ্য, ২০২২ সালে এই আইসিইটির সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বাইডেন। প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা বাড়াতেই শুরু হয় এই প্রকল্প।

রাজ্যের বকেয়া নিয়ে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনও উত্তপ্ত সংসদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যের বকেয়া নিয়ে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনও উত্তপ্ত সংসদ। মঙ্গলবার ফের বকেয়া মেটানোর দাবিতে লোকসভায় সরব হলেন তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। পালটা জবাব দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জনা জ্যোতি। যা রীতিমতো উত্তপ্ত করে তুলল লোকসভা। সুদীপের দাবি, এসব বাক্য বিনিময়ের আড়ালে গিরিরাজ সিং নিজে উদ্যোগ নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তৃণমূল সাংসদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে জানান, বকেয়া ইস্যুতে তৃণমূল যতদূর যেতে হয় যাবে। কেন্দ্রের যদি দুর্নীতির অভিযোগ থাকে, তাহলে সেই সামান্য কিছু টাকা কেটে নিয়ে বাকি টাকাটা দিয়ে দেওয়া হোক। গোটা বাংলার মানুষ ১০০ দিনের কাজ করেছেন। কোন কোন গ্রামে দুর্নীতি হয়েছে, সেগুলো বেছে নিয়ে সেই টাকাটা বাদ দিয়ে বাকি টাকা মিটিয়ে দিক কেন্দ্র। এভাবে রাজ্যকে অর্থনৈতিক অবরোধের মুখে ফেলবেন না। সুদীপের দাবি, এর পরই গিরিরাজ তাঁকে প্রস্তাব দেন, 'এই ইস্যুতে সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বৈঠক হোক।' উল্লেখ্য, রাজ্যের বকেয়া মেটানোর দাবিতে এর আগেও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু তাতেও জট কাটেনি। কেন্দ্র নতুন করে বৈঠকের যে প্রস্তাব

এরপর ৩ পাতায়

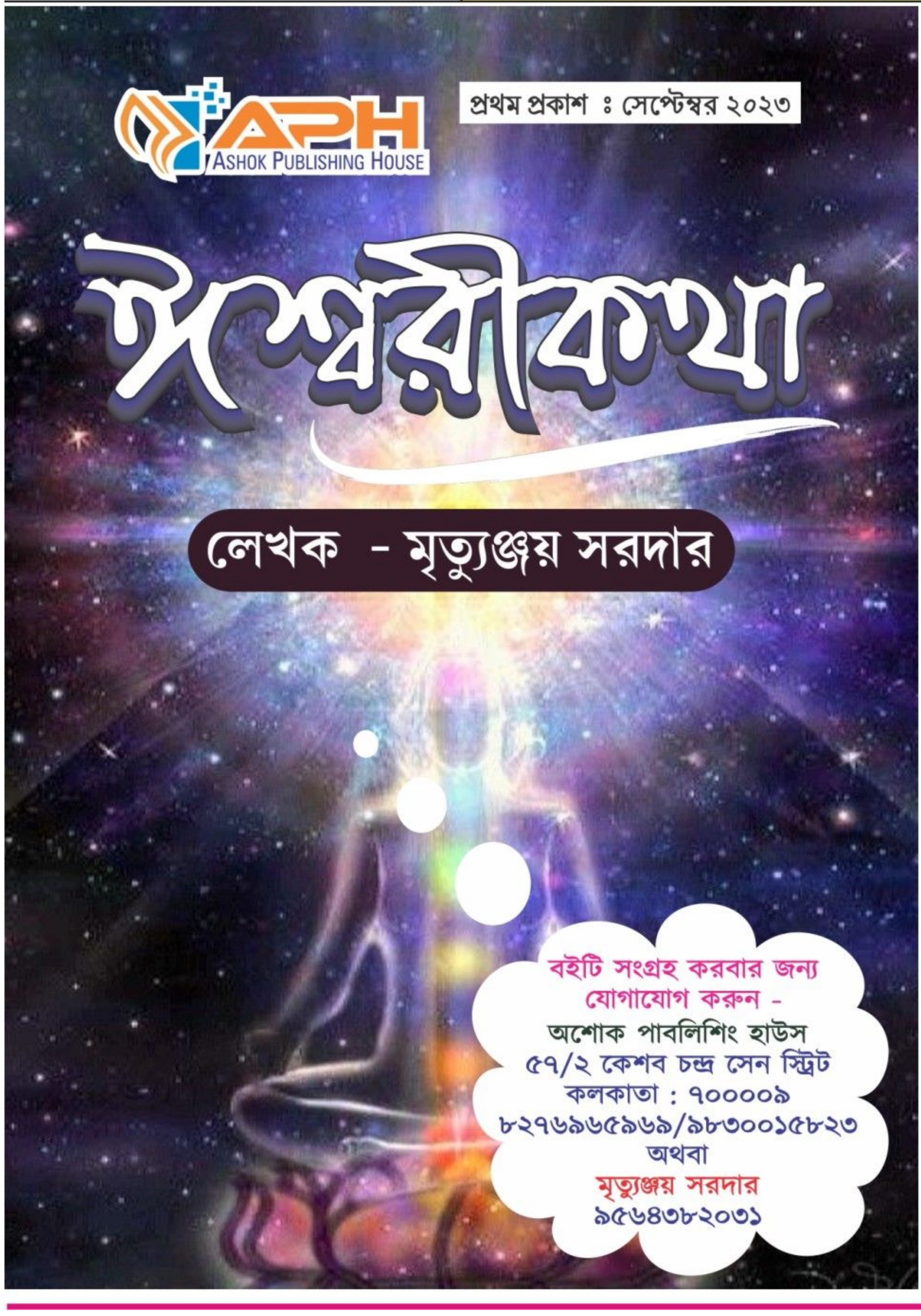

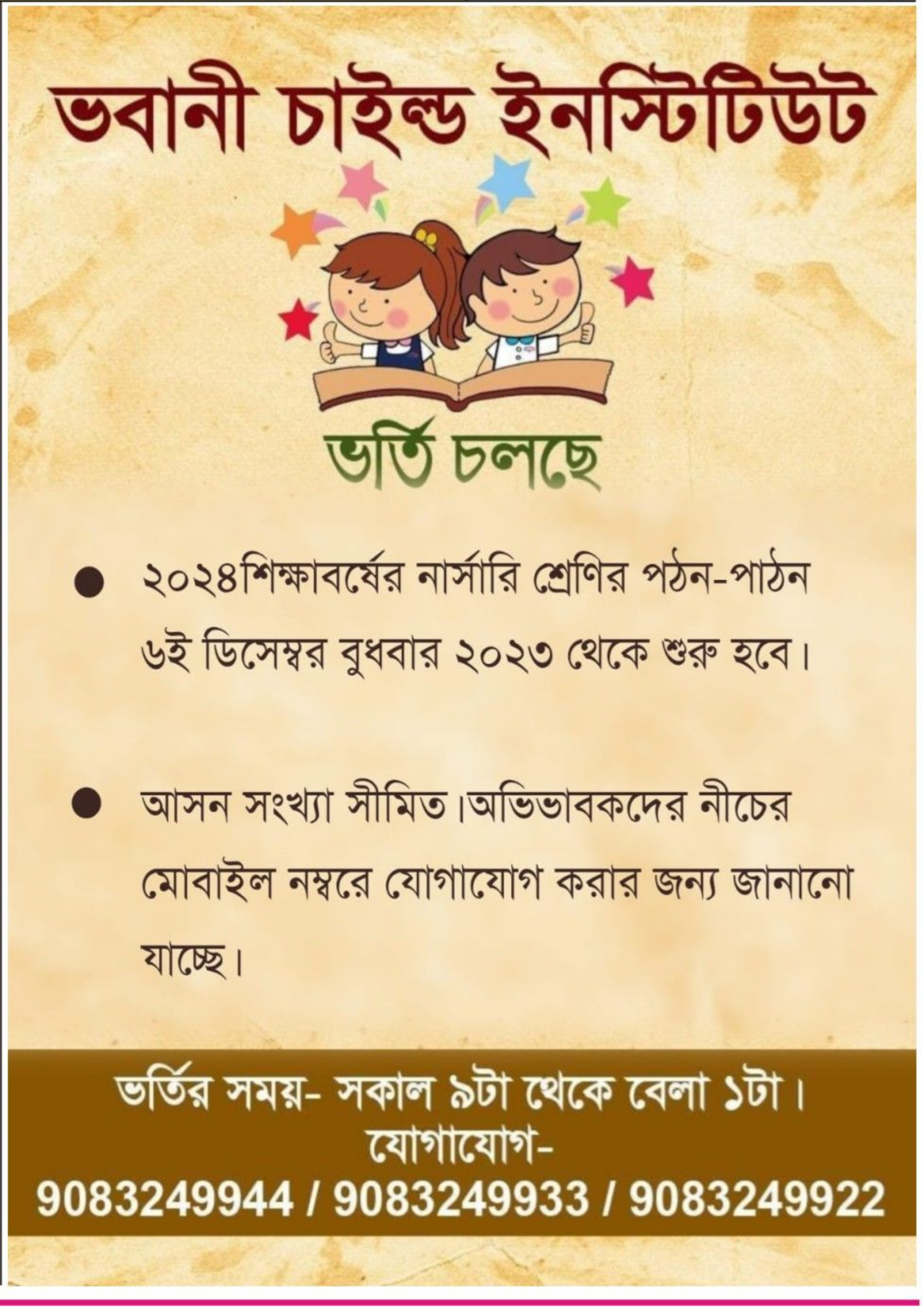

জাতীয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় যাচ্ছেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার দুই ছাত্রী

তপনকান্তি মণ্ডল, ঋষি অরবিন্দ উদ্যান, ডায়মণ্ড হারবার : নিউজ সারাদিন : ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল ফর স্কুল গেমস এণ্ড স্পোর্টসের উদ্যোগে আসানসোল ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত চারদিনের ৬৭-তম রাজ্য প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত নির্বাচন পর্ব আজ সম্পন্ন হলো। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের নির্দেশিকা অনুযায়ী এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। জেলা স্তরে নির্বাচিত প্রথম তিন স্থানাধিকারীদের নিয়ে রাজ্য স্তরে প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার দুই ছাত্রী জাতীয় স্তরে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। অনূর্ধ্ব ১৭ বিভাগে বীথিকা পাড়ুই এবং অনূর্ধ্ব ১৯ বিভাগে প্রিয়া হালদার রাজ্য প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অর্জন করায় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে উভয়কে স্বর্ণ পদক ও শংসাপত্র দেওয়া হয়। এই দুই ছাত্রী ডায়মণ্ড হারবার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ক্যারাটে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষার্থী। তাদের সাফল্যে স্বাভাবিক ভাবেই খুশী কোচ বিজয় প্রামাণিক। তবে জাতীয় স্তরে প্রতিযোগিতার জন্য আরো বেশী অনুশীলন প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন এবং এজন্য প্রশিক্ষক হিসাবে তিনি সাধ্য মতো সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন।

দাঁড়িয়ে গাইতে হবে রাজ্য সঙ্গীত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নতুন সংগ্রহশালা উদ্বোধন করে সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, জাতীয় সঙ্গীতের মতো এ বার রাজ্য সঙ্গীতও দাঁড়িয়ে গাইতে হবে। সেই সঙ্গে তিনি এ দিন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে বাংলার ভূমিকার কথাও স্মরণ করেছেন। যদিও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে আমন্ত্রণ না করা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটি কিছু দিন আগেই রাজ্য সঙ্গীত হিসেবে বেছে নিয়েছে মমতার সরকার। বিধানসভার অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী এ দিন জানান, কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উতসবের মঞ্চেও সেই গান গাওয়া হবে। সংগ্রহশালা উদ্বোধনে ছিলেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ও। অনুষ্ঠানে মমতা বলেন, "এখানে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং আম্বেডকরের মূর্তি বসুক। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিখরচায় সংগ্রহশালা দেখার সুযোগ দেওয়া হোক। আসুক বিদেশি অতিথিরাও।" তাঁর সংযোজন, "এটা আশ্চর্যের, আমরা যতটা সমালোচনা করি, বাংলাকে ভালবেসে গর্ববোধ করি না। দেশ ভাগ নিয়ে যারা কুকথা বলে, তাদের বলব, বঙ্গভঙ্গ আমাদের দর্শন নয়। বাংলার ভূমিকা খুব তাতপর্যপূর্ণ।'আমন্ত্রণের চিঠি না পাওয়ার কথা উল্লেখ করে শুভেন্দু সংবিধান হাতে নিয়ে ২০০৬ সালে তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়কদের বিধানসভার লবিতে ভাঙচুরের বিষয়টি মনে করিয়ে বর্তমান শাসক দলকে সমাজমাধ্যমে কটাক্ষ করেছেন। তাঁর মন্তব্য, "সংগ্রহশালা যখন হচ্ছে, সেখানে তৃণমূল বিধায়কদের সে দিনের ভাঙা আসবাবের নমুনাও সেখানে রাখা উচিত!"

তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে রেবন্থ রেড্ডি

নয়াদিল্লি: নিউজ সারাদিন : জল্পনার অবসান। তেলঙ্গানার নয়া মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি এ রেবন্থ রেড্ডি। আগামী ৭ ডিসেম্বরই মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিতে পারেন তিনি। মঙ্গলবার এ কথা

এরপর ৩ পাতায়

হারের ধাক্কায় কংগ্রেস চুপ, খোঁচা তৃণমূলেরও

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নির্বাচনের পরে শক্তি বাড়িয়ে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র বৈঠকে বসতে চেয়েছিল কংগ্রেস। লক্ষ্য, আসন সমঝোতার প্রশ্নে নিজেদের দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়িয়ে নেওয়া। কিন্তু গোবলয়ের তিন রাজ্যে মুখ থুবড়ে পড়ার পরে পাশার দান পাল্টে গিয়েছে বিরোধী জোটে। আজ সকালে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গের সংসদীয় কক্ষে বৈঠকেই সেই ছবি স্পষ্ট।প্রশ্ন ওঠে, তিন রাজ্যে ধাক্কার পরেই কি বোধোদয়? জয়রাম বলেন, তা নয়। ফল প্রকাশের আগেই সনিয়া গান্ধী এই কৌশলের নির্দেশ দেন। ৬ ডিসেম্বরের বৈঠক নিয়ে ডেরেক বলেন, '১ সেপ্টেম্বর শেষ ইন্ডিয়া-র বৈঠক হয়। আমরা বলেছি, এখনও বলছি, আসল কথা আসন সমঝোতা। তা শুরু করা হোক। তিন দিনের নোটিসে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিতে বৈঠকে যোগ দিতে পারেন না।'

বৈঠকটি নিয়ে স্বর একটু নামিয়েছে কংগ্রেস। জয়রাম জানান, খড়্গের বাসভবনে ৬ ডিসেম্বর ঘরোয়া বৈঠক হবে। আনুষ্ঠানিক আলোচনায় সময় লাগবে। সুদীপের বক্তব্য, 'দুম করে বৈঠক ডেকে দিলেই তো হল না। ৬ ডিসেম্বর দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক দিকে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিন আবার বাবা সাহেব অম্বেডকরের মৃত্যুবার্ষিকী। কংগ্রেসের উচিত সবার সঙ্গে আলোচনা করে দিন স্থির করা।'সূত্রের খবর, সেই বৈঠকে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের নেতারা কার্যত স্তব্ধ। উপদেশ, পরামর্শ এবং কার্যত সামনে এগোনোর নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন তৃণমূল-সহ অন্য বিরোধী দলের নেতারা। তাতপর্যপূর্ণ ভাবে বৈঠকে ছিলেন না কংগ্রেসের উপর রুষ্ট এসপি-র কোনও সাংসদ।

৬ ডিসেম্বর খড়্গের ডাকা বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার বৈঠকে যোগদানে রবিবার তৃণমূল অনীহা প্রকাশ করে। সেই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার বলেন, 'আমাকে তো ওই বৈঠকের কথা কেউ জানাননি। আমি কোনও ফোন বা কিছু পাইনি। আগে জানা থাকলে সেখানে আমিই থাকতাম। কিন্তু আমার উত্তরবঙ্গে কর্মসূচি ঠিক হয়ে আছে।' মুখ্যমন্ত্রী জানান, উত্তরবঙ্গে পারিবারিক ও প্রশাসনিক অনুষ্ঠান-সহ ৬ থেকে ১২ ডিসেম্বর তাঁরা টানা কর্মসূচি। সূত্রের বক্তব্য, 'ইন্ডিয়া'র বৈঠক রবিবার ঠিক হয়। মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচি আগেই নির্ধারিত। বাগডোগরায় এ দিনই তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, '৬ ডিসেম্বর 'ইন্ডিয়া'র বৈঠকে দলের তরফে কে যাবেন, তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক করবেন। সেখানে ৪ রাজ্যের ভোটের ফলাফল নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা হবে। সবাই ঐক্যবদ্ধ ভাবে বিজেপির স্বৈরাচারী কাজের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তবে সময় অত্যন্ত কম। ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে, মানুষের স্বার্থে রাজনৈতিক ইগো সরিয়ে রেখে, যে যেখানে শক্তিশালী, সেখানে তাকে দ্রুত লড়াইয়ের জায়গা করে দিতে হবে। 'সকালে নিজের সংসদীয় কক্ষে ডাকা বিরোধীদের বৈঠকে পুরোটাই চুপ করে শুনেছেন খড়্গে। কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ জয়রাম রমেশ মুখ খুলেছিলেন শুধু বিষয় উপদেষ্টা কমিটি সংক্রান্ত কিছু সূচি বিরোধীদের জানাতে। পরাজয়ের ধাক্কা তাঁদের মধ্যে স্পষ্ট বলে মনে করছেন বৈঠকে উপস্থিত নেতাদের একাংশ। মুখ্য বক্তা ছিলেন তৃণমূলের লোকসভার নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। তৃণমূলের বক্তব্য, এটাই কার্যত সপ্তদশ লোকসভার শেষ অধিবেশন। মাত্র ১৫টি কাজের দিন মিলবে। হাঙ্গামা না করে বরং মানুষের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন বিষয়কে সামনে এনে যতটা সম্ভব আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে হবে। সতর্ক করার সুরে সুদীপ এবং ডেরেক এটাও বলেন কোনও একটি বিষয়ের পিছনে পড়ে থেকে সময় নষ্ট করা চলবে না। তাঁরা নাম না করে এই বার্তাই কংগ্রেস নেতৃত্বকে দিয়েছেন যে, শুধুমাত্র গৌতম আদানি এবং মোদীর দুর্নীতি সংযোগ নিয়ে পড়ে থাকলে ভোটের ফলাফল কী হয় তা মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং ছত্তীসগঢ়ে দেখা গিয়েছে।সকালের এই পরামর্শগুলির প্রায় হুবহু প্রতিধ্বনি শোনা গেল সন্ধ্যায় কংগ্রেসের সাংবাদিক সম্মেলনে। আজ বিকেলে কংগ্রেসের সংসদীয় দলনেত্রী সনিয়া গান্ধী দলের সংসদীয় 'স্ট্র্যাটেজি গ্রুপ'-এর সঙ্গে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকের পর কংগ্রেসের জয়রাম রমেশ জানান, কংগ্রেস তিনটে বিল (দণ্ড সংহিতা, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ, তেলঙ্গানা বিশ্ববিদ্যালয়) বিতর্কে অংশ নেবে। জয়রামের কথায়, 'সবগুলিই বিপজ্জনক বিল। আমরা আলোচনায় অংশ নিয়ে বিলগুলির বিরোধিতা করব।' জয়রামের বক্তব্য, 'পনেরোটা মাত্র কাজের দিন এ বারের অধিবেশনে। শুক্রবারগুলি বাদ দিলে দাঁড়াচ্ছে বারো দিনে। মানুষের সঙ্গে যুক্ত এমন তিন-চারটি বিষয় স্বল্পমেয়াদি আলোচনায় যাতে জায়গা পায় তার জন্য নোটিস দেওয়া হবে।। যার মধ্যে থাকবে বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, সীমান্তে চিনের জমি দখলের মতো বিষয়। এ ছাড়া বিদেশনীতির প্রশ্নে বাইরে থেকে যে সব খবর আসছে তা নিয়ে আলোচনা চাওয়া হবে। রয়েছে উত্তরকাশীর দুর্যোগ, পরিবেশ

নয়াগ্রামে উদ্ধার লক্ষাধিক টাকার বিদেশী মদ, গ্রেফতার ১

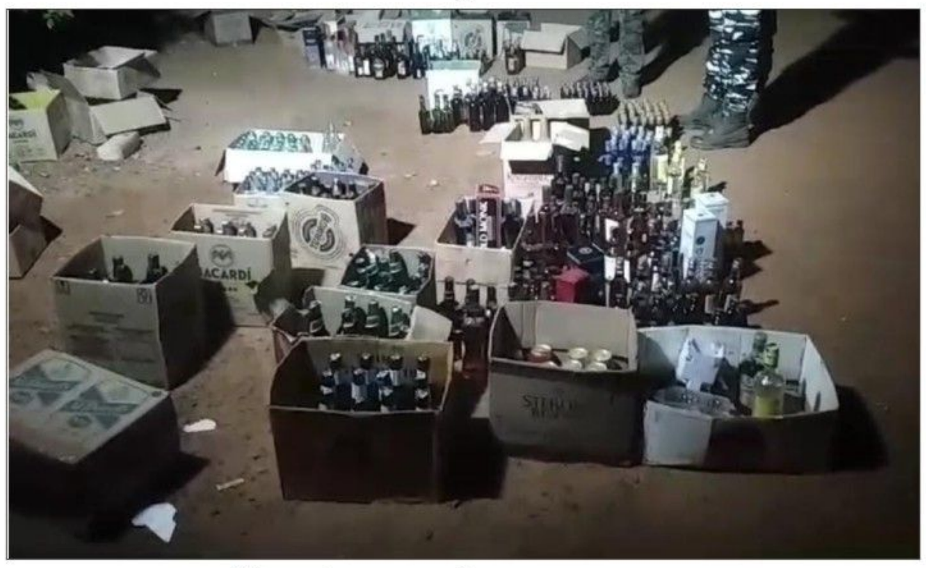

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম: নিউজ সারাদিন : নয়াগ্রাম বাজারে অভিযান চালিয়ে কয়েক লক্ষ টাকার বিদেশি মদ উদ্ধার করল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার রাতভর ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে কয়েক লক্ষ টাকার বিদেশি মদ উদ্ধার করে নয়াগ্রাম থানার পুলিশ। এদিন গোপীবল্লভপুরের এসডিপিও কৃষ্ণগোপাল মিনার নেতৃত্বে পুলিশ অতর্কিতে অবৈধভাবে বিদেশি মদ বিক্রির ঠেকগুলিতে অভিযান চালায়। নয়াগ্রাম বাজারে থাকা একটি বাড়ি থেকে ৭০ রকমের মদ উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, নয়াগ্রাম বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোট ৬০২ বোতল বিদেশি মদ উদ্ধার হয়েছে। জানা গিয়েছে, বেআইনিভাবে গোপনে বিদেশি মদ এনে বিক্রি করতেন নয়াগ্রামের ওই মদ দোকানদার । গোপন সূত্রে খবর পাওয়ার পর পুলিশের পক্ষ থেকে কয়েকদিন ধরে নজরদারি শুরু করা হয়েছিল। পুলিশ সোমবার রাতভর তল্লাশি চালিয়ে কয়েক লক্ষ টাকার বিদেশি মদ উদ্ধার করে। ওই ঘটনায় পুলিশ এক ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার ওই ব্যক্তিকে ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করে নয়াগ্রাম থানার পুলিশ। ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করলে মহামান্য বিচারক জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। ওই ব্যক্তির নাম প্রকাশ মাইতি । যাঁদের দোকান থেকে বিদেশি মদের বোতল উদ্ধার হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে আইন দে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে পুলিশ। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নয়াগ্রাম থানা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। তাই পুলিশের পক্ষ থেকে অভিযান চালিয়ে বিদেশি মদ উদ্ধার করা হয় বলে এক পুলিশ আধিকারিক জানান।

কাশির ওষুধ খাওয়ার অযোগ্য, ৫০টি সংস্থার সিরাপ নিয়ে সতর্ক করল কেন্দ্রীয় সংস্থা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের প্রায় ৫০টিরও বেশি সংস্থা কর্তৃক তৈরি কাশির সিরাপ সরকারের গুণমানগত পরীক্ষায় ফেল করেছে, এমনটাই জানানো হল কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে। সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অরগানাইজেসন জানিয়েছে, ২১০৪ টি পরীক্ষার রিপোর্টে দেখা গিয়েছে ১২৮ টি সংস্থার মধ্যে ৫৪ টি ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা কাশির ওষুধের গুণমান পরীক্ষায় সফল হয়নি। ভারতে তৈরি নিম্নমানের কাশির সিরাপই গাম্বিয়ায় ৬৬টি শিশুমৃত্যুর কারণ আমেরিকার শীর্ষ স্বাস্থ্য সংস্থা, সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) এবং গাম্বিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের যৌথ তদন্তে এই রিপোর্ট উঠে আসার পরেই দেশ জুড়ে কাশির সিরাপের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। আমেরিকার শীর্ষ স্বাস্থ্য সংস্থা সেন্টার ফল ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি)-র রিপোর্টে বলা হয়েছিল, গাম্বিয়াতে আমদানি করা কাশির ওষুধে ডাইথিলিন গ্লাইকল বা ইথিলিন গ্লাইকলের মতো ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়েছিল, যা শিশুদের কিডনিতে সংক্রমণের জন্য দায়ী। দেশের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কাশির ওষুধের নমুনা সংগ্রহ করে এই সমীক্ষা চালানো হয়েছে।

গুজরাতের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ পরীক্ষাগারেও নমুনা করা হয়েছে কিছু দিন আগেই। সেখান ৩৮৫ টি সংগৃহীত নমুনার মধ্যে ২০ টি সংস্থার ৫১ টি কাশির সিরাপ গুণমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি। মুম্বাইতেও চালানো হয়েছে একই রকম সমীক্ষা। সেখানেও একই হাল। ৫২৩ টি নমুনার মধ্যে ১০ টি সংস্থার ১৮ টি ওষুধই গুণমান পরীক্ষায় সফল হয়নি।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার
সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা
সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে
যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

দেশের ৩১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে "দেশরত্ন ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ স্মৃতি সম্মান" প্রদান করা হয়েছে

বেহুরিয়া এবং বেদ প্রকাশ নেগিয়া, ছত্তিশগড়ের বিখ্যাত শ্রমিক নেতা রাজেন্দ্র সিং পরিহার, ললিত নারায়ণ মিথিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরভাঙ্গা ই. মুকেশ কুমার, টাটা হিটাচির জেনারেল ম্যানেজার ই. পঙ্কজ কুমার ঝা, বিখ্যাত শিক্ষক শ্রী অনুজ কুমার ঝা, সুশীল খান্না এবং ডক্টর দেবেন্দ্র আর্য। , মিথিলা পেইন্টিংয়ের শ্রীমতি রেণুকা মিশ্র, পশ্চিমবঙ্গের সিনিয়র সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, নৃত্যশিল্পী শ্রীমতি পুষ্প দেবী, ভরতনাট্যম নৃত্যশিল্পী হিরিসুসান রমন, পিএনবি-র চিফ ম্যানেজার মনীশ কুমার, দিল্লি পুলিশের এসি, পিআইকে ঝা, ব্রাহ্মণ মহাসভার রমেশ চন্দ্র শর্মা, ড. কমল সন্দেশের সঞ্জয় সিনহা, সাংবাদিক শৈলেন্দ্র নাথ ঝা, কানারা ব্যাঙ্কের প্রদীপ কুমার, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সহকারী ব্যবস্থাপক অরুণ রানা, ওসিএমএল .পি-র ডিরেক্টর জুহি সিং, এনডিএমসি নেতা অশোক কুমার, রবি জিন্দাল, রজনীশ কুমার এবং স্বরেন্দু কুমার।

১-ম পাতার পর

রাজ্যের বকেয়া নিয়ে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনও উত্তপ্ত সংসদ

দিচ্ছে, সেটা হলেও কতটা লাভ হবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।তবে, এসবের মধ্যে কিছুটা হলেও অচলাবস্থা কাটার ইঙ্গিতও মিলেছে।

এদিন সংসদ অধিবেশন চলাকালীনই আলাদা করে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জনা জ্যোতি যেখানে কড়া সুরে তৃণমূলের সাংসদদের সমালোচনা করছেন, সেখানে সুর অনেকটাই নরম ছিল খোদ ক্যাবিনেট মন্ত্রীর। সুদীপের দাবি, গিরিরাজই তাঁকে প্রস্তাব দিয়েছেন যাতে বকেয়া ইস্যুতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বৈঠকের বন্দোবস্ত করা যায়।

বস্তুত বকেয়া ইস্যুতে এই মুহূর্তে রীতিমতো সম্মুখসমরে কেন্দ্র ও রাজ্য। কিছুদিন আগেই তৃণমূলের প্রতিনিধিরা বাংলা থেকে দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী নিরঞ্জনা জ্যোতির সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত করেননি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। সেই নিয়ে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনও সরব হয়েছিলেন সুদীপ। মঙ্গলবারও সরব হন। যথারীতি এদিনও সাধ্বী নিরঞ্জনা জ্যোতি সব অভিযোগ অস্বীকার করেন। এবং পালটা দাবি করেন, তৃণমূলের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যই ছিল না তাঁর সঙ্গে দেখা করার।

২ পাতার পর

তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে রেবন্থ রেড্ডি

জানিয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে তিনি বলেন, 'তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রেবন্থ রেড্ডিকে বেছে নেওয়া হয়েছে।এদিন তেলঙ্গানার নয়া মুখ্যমন্ত্রী বেছে নিতে দিল্লিতে বৈঠকে বসেছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধি, সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কে সি বেনুগোপাল। ওই বৈঠকেই ৫৪ বছর বয়সী এবং তুর্কি নেতা হিসেবে পরিচিত রেবন্থ রেড্ডির নাম মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য চূড়ান্ত করা হয়। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই ওই সিদ্ধান্তের কথা ডি কে শিবকুমারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কংগ্রেস পরিষদীয় দলের বৈঠক ডেকে রেবন্থকে দলনেতা হিসেবে নির্বাচিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।নয়া রাজ্য গঠন হওয়ার পরে প্রথমবার তেলঙ্গানায় সরকার গড়তে চলেছে কংগ্রেস। সদ্য সমাপ্ত রাজ্য বিধানসভার ভোটে ১১৯ আসনের মধ্যে কংগ্রেস জয়ী হয়েছে ৬৫ আসনে। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এ রেবন্থ রেড্ডি, নালাগোন্ডার সাংসদ এন উত্তম কুমার রেড্ডি, বিদায়ী বিধানসভায় কংগ্রেসের পরিষদীয় দলনেতা মাল্লু ভাট্টি বিক্রমারকা। নবনির্বাচিত বিধায়কদের মধ্যে বেশিরভাগই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির অনুসারী হিসেবে পরিচিত। গতকাল সোমবার হায়দরাবাদের এক বেসরকারি হোটেলে দলের নব নির্বাচিত বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন এআইসিসি সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের পাঠানো বিশেষ দূত তথা কর্নাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার ও দীপা দাশমুন্সি। দলীয় বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিবকুমার জানিয়েছিলেন, 'পরিষদীয় দলনেতা বেছে নেওয়ার দায়িত্ব দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের হাতেই ছেড়েছেন বিধায়করা। সর্বসম্মতভাবেই ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস সভাপতিকে এ বিষয়টি জানানো হচ্ছে।'

ইস্তফা দিন', মধ্যপ্রদেশে ভরাডুবির মূলপান্ডা

কমলনাথকে নির্দেশ খাড়গের

নয়াদিল্লি: নিউজ সারাদিন : মধ্যপ্রদেশে সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা ভোটে লজ্জাজনক হারের পরেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমলনাথের উপরে হাড়েহাড়ে চটেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। সূত্রের খবর, গতকাল সোমবারই ফোন করে কমলনাথকে প্রদেশ সভাপতির পদে ইস্তফা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। কংগ্রেস সভাপতি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছেন, 'লজ্জাজনক হারের পরেও কোন মুখে প্রদেশ সভাপতির পদ আঁকড়ে রয়েছেন?' খাড়গের ধাতানির পরেই মঙ্গলবার দিল্লি এসে কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে দেখা করে ইস্তফা পেশের কথা জানিয়েছেন কমলনাথ।

একাধিকবার কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বকে ভুল পথে পরিচালিত করার অভিযোগ উঠেছিল কমলনাথের বিরুদ্ধে। ভোট মিটতেই তাই মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের পথে হাঁটলেন কংগ্রেস সভাপতি খাড়গে। সূত্রের খবর, শুধু মধ্যপ্রদেশই নয়, রাজস্থান এবং ছত্তিশগড়েও দলের খোলনলচে আমূল বদলাতে চাইছেন কংগ্রেস সভাপতি। বুড়ো নেতাদের বাদ দিয়ে তরুণ প্রজন্মের হাতে দলের নেতৃত্বের ভার তুলে দিতে চাইছেন। গত চার দশকের বেশি সময় ধরে দলে ছড়ি ঘোরানো অথর্ব নেতাদের গলাধাক্কা দেওয়ার মতো কঠোর পদক্ষেপের পথে হাঁটছেন কংগ্রেস সভাপতি। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা ভোটে রাজস্থানে ক্ষমতা ধরে রাখা যাবে না সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিল কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব। কিন্তু মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ে এমন লজ্জাজনক হারের মুখ দেখতে হবে তা ভাবতেও পারেননি মল্লিকার্জুন খাড়গেরা। তাই প্রচণ্ড হতাশ হয়ে পড়েছেন। প্রার্থী বাছাই পর্বেই মধ্যপ্রদেশের প্রদেশ সভাপতি কমলনাথের বিরুদ্ধে গুচ্ছ গুচ্ছ অভিযোগ জমা পড়েছিল। যোগ্য প্রার্থীদের বাদ দিয়ে নিজের পেটোয়াদের দাঁড় করানোর মারাত্মক অভিযোগ উঠেছিল। তাছাড়া বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে প্রচারেও না ঝাঁপানোর অভিযোগ উঠেছিল।

উত্তর প্রদেশে দাঙ্গায় ফুল স্টপ!

'বুলডোজার বাবা'র দাওয়াইয়ে ঠান্ডা গুন্ডারা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অপরাধের বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর বলে মনে করা হয় উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই, অপরাধীদের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার মতো একাধিক কঠোর পদক্ষপ নিয়েছেন তিনি। মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ যারা করে, তাদের যমরাজ ক্ষমা করবেন না বলে সর্ত করেছেন।গত ৫ বছরে রাজ্যে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সবথেকে বেশি হয়েছে উত্তরর প্রদেশে, ৬৫,৭৪৩টি। তবে, শতাংশের বিচারে খুনের ঘটনার সর্বাধিক বৃদ্ধি ঘটেছে রাজস্থানে, ৬১.৭ শতাংশ। এছাড়া, তামিলনাড়ুতে ৫৮.১ শতাংশ বেড়েছে খুন। এর বিপরীতে অসমে খুন কমেছে প্রায় ৫০ শতাংশ। ২০১৮ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে গোটা ভারতে ধর্ষণের ঘটনা ৫.৫ শতাংশ কমেছে। অসম এবং মধ্য প্রদেশে ধর্ষণের ঘটনা কমেছে যথাক্রমে ৩২.৫ শতাংশ এবং মধ্য প্রদেশে ৪৪.২ শতাংশ। অন্যদিকে, বিহারে ধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৫.৩ শতাংশ, তেলঙ্গানায় ৩৪.৩ শতাংশ এবং রাজস্থানে ২৪.৫ শতাংশ। তবে, তাতে কতটা কাজ হয়েছে, সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো বা এনসিআরবি-র তথ্য অনুযায়ী মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ বা হত্যার মতো গুরুতর অপরাধের মোকাবিলা করতে এখনও পর্যন্ত ব্যর্থই তাঁর সরকার। ২০২২ সালে দেশের মধ্যে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ এবং হত্যার সংখ্যায় সবার আগে রয়েছে উত্তর প্রদেশের নাম। তবে, দাঙ্গা প্রতিরোধে ১০০ শতাংশ নম্বর দেওয়া যেতে পারে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে। কারণ, এনসিআরবির তথ্য বলছে, ২০২২-এ যোগী-রাজ্যে একটিও দাঙ্গা হয়নি। গত ৫ বছরে এই রাজ্যে ৫০ শতাংশ কমেছে দাঙ্গার সংখ্যা। এনসিআরবি NCRB ২০২২ সালের জন্য যে অপরাধের তথ্য প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, গত ৫ শুধু উত্তর প্রদেশ নয়, দারুণ ভাবে দাঙ্গা কমেছে আরেক বিজেপি শাসিত রাজ্য অসমেও। এখানে ৫ বছরে দাঙ্গার সংখ্যা কমেছে ৮০ শতাংশ। একই সময়ে দারুণভাবে দাঙ্গা বেড়েছে ছত্তীসগড়ে। যে রাজ্যটি দুদিন আগে পর্যন্ত ছিল কংগ্রসের শাসনে। গত ৫ বছরে ছত্তীসগড়ে দাঙ্গার সংখ্যা বেড়েছে ৪৪ শতাংশ। ২০১৮ থেকে ২০২২-এর মধ্যে সারা ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা কমেছে ৩৪ শতাংশ। ২০২১-এ ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল ৩৭৮টি। ২০২২-এ এই সংখ্যা নেমে এসেছে ২৭২-এ। এই বছর মধ্যপ্রদেশে ৬৮টি, বিহারে ৬০টি এবং ঝাড়খণ্ডে ৪৬টি সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে। তবে, উত্তর প্রদেশে একটিও সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় দাঙ্গা ঘটেনি।গত বছর, দেশের মধ্যে সবথেকে বেশি রাজনৈতিক দাঙ্গা হয়েছিল কেরলে, ৩০১টি। এছাড়া, ওড়িশায় ২২৪টি এবং মহারাষ্ট্রে ৮৬টি দাঙ্গা হয়েছে। ২০১৮ থেকে ২০২২-এর মধ্যে, দেশে খুনের ঘটনাও অনেকটা কমেছে। উত্তর প্রদেশেও খুনের ঘটনা ১০ শতাংশ কমেছে। তবে, তারপরও দেশের মধ্যে সবথেকে বেশি খুন হয়েছে উত্তর প্রদেশেই, ৩,৪৯১টি। তবে, রাজস্থান এবং ছত্তীসগড়ে খুন বেড়েছে যথাক্রমে ২১.৬ শতাংশ এবং ১০.৫ শতাংশ।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ৩৩০ সংখ্যা ০৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ বুধবার ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

ভুয়ো জব কার্ডে শীর্ষে যোগীর উত্তরপ্রদেশ, অনেক নিচে বাংলা, তথ্য পেয়েই তোপ তৃণমূলের

রাজ্যের এক কোটি জব কার্ডই ভুয়ো। তৃণমূল যখন ১০০ দিনের পাওনার দাবিতে রাজধানীতে আন্দোলন করছে, তখন দিল্লিতে দাঁড়িয়েই দাবি করেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । অথচ, বাস্তব ছবি বলছে সম্পূর্ণ অন্য কথা। শুভেন্দু যাই দাবি করুন, কেন্দ্রের পরিসংখ্যান বলছে ভুয়ো জব কার্ডের হিসাবে সবার চেয়ে এগিয়ে উত্তরপ্রদেশ।এই তথ্য হাতে পেয়েই বিজেপিকে প্রবল আক্রমণ শানিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, ভুয়ো জব কার্ড নিয়ে বিজেপি যে কুতসা এতদিন ধরে করছে। এবার সেটা বন্ধ হোক।অনেক পিছিয়ে বাংলা।

ভুয়ো জব কার্ড নিয়ে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে প্রশ্নটা করেছিলেন ঘাটালের সাংসদ দেব। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকে দেব জানতে চান, কোন রাজ্যে কত জব কার্ড বাতিল হয়েছে? এবং ভুয়ো জব কার্ড রুখতে কেন্দ্র কি কোনও পদক্ষেপ করেছে? যার লিখিত জবাব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি। সেই তথ্যেই কেন্দ্র স্বীকার করে নিয়েছে ভুয়ো জব কার্ডের নিরিখে সবার উপরে উত্তরপ্রদেশ। বাংলা অনেক পিছিয়ে।

কেন্দ্রের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত দুই অর্থবর্ষে গোটা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভুয়ো জব কার্ড বাতিল হয়েছে উত্তরপ্রদেশেই। ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে উত্তরপ্রদেশে তিন লক্ষ ৬৪ হাজার ৪০১টি জব কার্ড বাতিল হয়েছে। দু নম্বরে ওড়িশা। সেরাজ্যে এই দু বছরে বাতিল হয়েছে এক লক্ষ ৬৫ হাজার ১৫০টি জব কার্ড। মধ্যপ্রদেশ এবং বিহারেও লক্ষাধিক ভুয়ো জব কার্ড বাতিল হয়েছে। সেখানে বাংলায় ভুয়ো জব কার্ড বাতিল হয়েছে মাত্র ৫ হাজার ৬৫১টি।

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার খুন হতে পারে আশঙ্কা প্রকাশ পরিবারের

(নবম পর্ব)

করিয়ে দেয়া হয়। প্রতিনিয়ত কোন না কোন ঘটনা ঘটিয়ে থাকে কত বলতে পারে প্রশাসনকে। সম্পাদকের বৃদ্ধ বাবা মা রাস্তাঘাটে বেরোলে জমি দখল করে নেবে এমনই ভয় দেখানো হয়। কি চাইছে এলাকার স্থানীয় এক শ্রেনীর নেতারা? সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার প্রকাশ্যেই বলে যে আমার পরিবারের কোনো ঘটনা কিছু ঘটে গেলে সম্পূর্ণ দায়ী থাকবে একশ্রেণীর নেতারা ।তবে দুর্নীতি হবে ,জোরপূর্বক জমি কেড়ে নেয়া হবে, জমি মাফিয়া দের উৎপাত বাড়বে রাজনৈতিক নেতাদের হাত ধরে তবুও প্রতিবাদ করা যাবে না। এমনই পরিস্থিতি সম্মুখীন হতে হচ্ছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবার সহ মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে। প্রশাসন কে জানিও কোন ভাবে সুরাও বা নিরাপত্তা মেলে না এই পরিবারে, কেন্দ্রীয় সরকার তো নিরাপত্তা বিষয়ে একবারই ও খোঁজখবর নেন না, অন্যদিকে রাজ্য সরকারের তেমনি কোন ভূমিকা দেখা মিলছে না। প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা প্রতিবাদ করাতে খুন হতে পারে তিনটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। এ প্রশ্নের জবাব নেই কারোর কাছে, তবে মৃত্যুঞ্জয়বাবু খুন হওয়ার

ক্রমশঃ

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

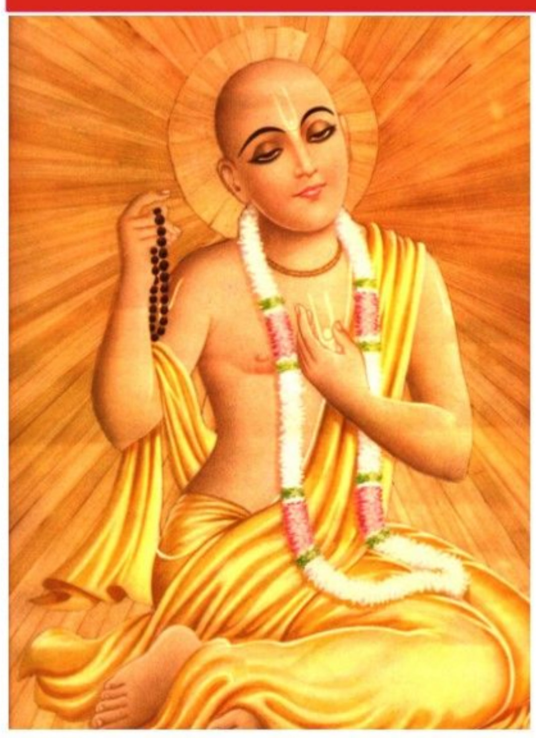

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই কাল ব্যবধানেই সম্ভবত ঈশ্বরদাসকে দিয়েছিল সেই নিরাপত্তা যার ভিত্তিতে তিনি চৈতন্যের পার্থিবদেহের পরিণতি সম্পর্কে অলৌকিকতার মোড়কে মুড়ে কিছু বাস্তবতথ্য পরিবেশনে সাহসী হয়েছেন। ঈশ্বরদাসের মতে, লোকলোচনের অন্তরালে পুরী থেকে বহু দূরে নদীগর্ভে বিসর্জন দেওয়া হয় চৈতন্যের পাথির্বদেহ। তাঁর মতে প্রতাপরুদ্র এ ব্যাপারে কিছু জানতেন না।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা ইতিহাসে জড়িয়ে রয়েছে ক্যানিংয়ের সরদার পরিবার

ভগবতী সরদার

(শেষ পর্ব)

কেন ২৪ পরগণা হল আর এই ২৪ টি পরগণার নাম ই বা কি কি। এই জেলার নাম '২৪ পরগনা' হল কিভাবে তা জানতে গেলে আমাদের বুঝতে হবে চব্বিশ পরগনার উৎপত্তির সাথে সাথে বাংলার ইতিহাসের এক যুগান্তকারী সংগ্রাম ও বিশ্বাসঘাতকতার এক নিদারুণ সাক্ষ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয় হয়।২৯ জুন ক্লাইভ ২০০ ইংরেজ ও ৫০০ দেশীয় সৈন্য নিয়ে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করলেন। ক্লাইভ লিখেছেন, "এই উপলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ দর্শক উপস্থিত ছিল। তারা ইচ্ছে করলে শুধু লাঠি ও ঢিল মেরেই আমার মুষ্টিমেয় গারো সৈন্যদের মেরে ফেলতে পারত। কিন্তু বাঙালি তা করেনি।" পলাশীর যুদ্ধে তপন মাহেন লিখেছেন, "ক্লাইভ মীরজাফরের হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বাংলার মসনদে বসিয়ে দিলেন।রাজকোষ খালো হল। ক্লাইভের একার ভাগ্যেই ২১ লক্ষ টাকা জুটলো।এর উপর মীরজাফর খুশি হয়ে সমস্ত ২৪ পরগনার মালিকানা স্বত্ব ক্লাইভ কে বকশিশ করলেন। মীরজাফর ইংরেজদের সঙ্গে তার নবাব হবার যড়যন্ত্র চুক্তির চার নম্বর শর্ত অনুযায়ী ইংরেজকে কলকাতা সহ দক্ষিণে কুলপি পর্যন্ত ২৪টি পরগনা (মহল) কলকাতার জমিদারি বা ২৪ পরগনার জমিদারি নামে ৮৮২ বর্গমাইল এলাকা দান করেন যার বার্ষিক খাজনা ধার্য হয় ১২০০ টাকা। "That all the land to the south of Calcutta lying between the river and the lake and reaching as far as culpee shall be put under that perpetual government of the English, in the manner as now government by the country Zamindars, that English paying the usual rent for the treasury" (jeP Ra Bengal in 1756-57 (vol.I, P. 215-17) aC 2 প্রাসঙ্গিক বিবরণ)। মীরজাফর বাংলার শাসনভার গ্রহণ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে 'চব্বিশ পরগনার জমিদার নামে যৌতুক হিসাবে যে চব্বিশটি পরগণা দান করেন তার নামগুলি হল-

১. আমিরপুর, ২.আকবরপুর, ৩.আজিমাবাদ, ৪.বালিয়া, ৫, বারিদহাটি, ৬. বাসনধাওর, ৭. কলকাতা, ৮, দক্ষিণ সাগর ৯. গড়, ১০, হাতিয়াগড়, ১১. ইখতিয়ারপুর, ১২. খাড়ি-জুড়ি, ১৩, খাসপুর, ১৪. ময়বানমল, ১৫, মাগুরা,১৬. মানজুড়ি, ১৭, ময়দা, ১৮, মুড়াগাছা, ১৯, পাইকান ২১. সাতাল, ২২, শাহনগর, ২৩, শাহপুর,

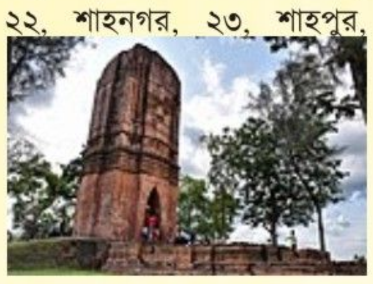

২৪, উত্তর পরগনা। ১৭৭৪ সালে লর্ড ক্লাইভ আত্মহত্যা করলে এই ২৪ টি পরগণার জায়গীর আবার কোম্পানির হাতে চলে আসে।ইংরেজ শাসনকালে ২৪টি পরগনা জেলা প্রশাসনিক কারণে অনেকবার ভাগ হয়েছে।আর যাই হোক না কেন সেই জেলার এক ঐতিহাসিক শহর, আজ পঞ্চায়েতে রূপ নিয়েছে।শ্রী ইতিহাসিক শহরের নাম আমাদের ইতিহাসের সুন্দরবনের সদর পথ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। ক্যানিং যার নামটি আগে ছিল মাতলা নদীর নাম অনুসারে মাতলা রূপে।তবে মাতলা নামটি কিভাবে ক্যানিং হলো তার ইতিহাস এই লেখাটি না বললে লেখাটি অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

লর্ড ক্যানিং একটি বন্দর নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, যা হতে পারে কলকাতার বিকল্প এবং সিঙ্গাপুরের প্রতিদ্বন্দ্বী। সবুজ ম্যানগ্রোভদের রেখে যেতে চেয়েছিলেন নিজের মতো, যেহেতু তারা প্রকৃতির ক্রোধের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক বাঁধা, ঘূর্ণিঝড়, ঢেউ এবং জোয়ারের প্রবাহের প্রাথমিক আক্রমণকে শোষণ করে। 'গোলকুঠি' এবং 'হোটেলকুঠি' নামেও প্রশাসনের উদ্দেশ্যে দুটি পৃথক বিল্ডিং তৈরি করা হয়েছিল। প্রথমটি বর্তমানে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে এবং 'হোটেলকুঠি' এখনও ক্যানিং শহরের উপকণ্ঠে হেলিকপ্টার মোড়ের কাছাকাছি ধ্বংসাবশেষ আকারে দাঁড়িয়ে আছে। ক্যানিং সুন্দরবনের প্রবেশ পথ হিসেবে বহির্বিশ্বে পরিচিত। চটুল ম্যানগ্রোভ বনের নিকটতম রেলওয়ে এবং সড়কপথ ক্যানিং থেকে কলকাতার সঙ্গে সংযুক্ত। শিয়ালদহ দক্ষিণ লাইন থেকে ক্যানিংগামী ট্রেন চলে, যার ভাড়া ১৫ টাকা। দুটি রাস্তা বা সড়কপথ: একটি ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস; দ্বিতীয়টি বাসন্তী হাইওয়ে। এই দুটি পথ কলকাতার সঙ্গে যুক্ত। এই মহকুমার মূল স্থান ক্যানিং একটি সুপ্রাচীন জনপদ, যা গড়ে উঠেছিল বড়লাট লর্ড ক্যানিং এর নামানুসারেই। মাতলা নদীর তীরে এই জায়গাটি বর্তমানে সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার নামে খ্যাত। ভারতবর্ষের তৃতীয় শহর হিসেবে ক্যানিং এ রেলপথ স্থাপন হয় তৎকালীন ক্যানিং বন্দরের সুবিধার্থে ১৮৬২-৬৩ সালে। উল্লেখ্য এ রাজ্যের ইতিহাসে ক্যানিংই ছিল প্রথম পুরশহর। পরে সেই তকমা যদিও মুছে যায়। ইতিহাস আজও কথা বলে এরপর থেকে মাতলা নদী তীরে গড়ে ওঠা বাজার মাতলা বাজারের নাম হয়ে গেল ক্যানিং।ক্যানিংয়ের মাতলা নদীর উৎস হিসাবে বিভিন্ন নদীর স্থান একত্রিত হয়েছিল একদিকে কাবেরী অন্যদিকে আঠারোবাকি আর বিদ্যাধরীর মধ্যস্থল মাতলা নদী। সেসময়ের গল্পই ছিল জুড়ে জুড়ে থাকার। সে বাংলাদেশে কত না নদনদী। জলো হাওয়া এদেশের বুকে চিরকাল বহমান। নদীর উত্তাল ঢেউয়ের বাঁকে কত ঘটনা। কত রাজ্য রাজধানী। কত লোকের বাস। নদীরা ফুরোল যেমনি, গল্পের নটেগাছের মুড়োনো সেদিন থেকেই। তেমনি এক নদীর নাম বিদ্যাধরী। চিরতরে সে হারায়নি যদিও। তবু রোজই সে ফুরোয়, একটু একটু করে ফুরিয়ে যাওয়ার পদ্য লেখে।

আচ্ছা, নদীর নাম কেমন করে হয়? কে করে এইসব নামকরণ? জানা নেই। পথঘাটের নামের হদিস মিললেও নদীর নামের উৎস মেলে কি? কেই-বা তার নাম রেখেছিল বিদ্যাধরী! কী আশ্চর্য নামখানা। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক অবধি এই নদী ছিল ভাগীরথীর একটি শাখা। বিদ্যাধরীর তীরেই ছিল । তিনশো খ্রিস্টাব্দের বাংলায় এই চন্দ্রকেতুগড় বন্দরের সুনাম ছড়িয়েছিল দিগ্বিদিক। টলেমি নাকি এই বন্দরকেই বলেছিলেন, 'গঙ্গা বন্দর'। আবার সিংহলি পুরাণ 'বঙ্গনগর' বলেছিল তাকেই। চন্দ্রকেতুগড়ের এই যে রমরমা বাজার - তার মূলে ছিল বিদ্যাধরী নদী। কিন্তু ভাগীরথীর সঙ্গে

সম্পর্ক ছিন্ন হলে, ক্রমশ মজে যেতে থাকে নদীখাত। চন্দ্রকেতুগড়েরও আয়ু ফুরোতে থাকে।ষোড়শ শতকের শেষে ভাগীরথীর স্রোত কমতে থাকে। বিদ্যাধরীতে পলি জমে। গঙ্গার মূল স্রোত ততদিনে ডানা মেলেছে পদ্মার দিকে। ভাগীরথী তখন কল্যাণী, হরিণঘাটার কাছে সরে আসে। আর ফেলে আসে কতগুলি অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ। সেই হ্রদ আজ বিলে পরিণত। তেমনি একটি বিল আজকের বিদ্যাধরীর উৎস। কারো কারো মতে হরিণঘাটার কাছে উৎপন্ন হয়ে, হাবড়া, দেগঙ্গা, হাড়োয়া ঘুরে সে পড়েছে মাতলা নদীতে। চব্বিশ পরগণার গুমা পর্যন্ত তার নাম নোনাগাঙ। তবে এই নদীর শাখাপ্রশাখা কম নয়। তেহট্টের কাছে দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় সে। পশ্চিমদিকে প্রবাহিত শাখাটির সঙ্গে অনেকগুলি লবণহ্রদ জুড়েছিল এককালে। ১৮৫২ সালের জুলাই মাসে প্রবল বন্যায় বিদ্যাধরীর জল বেয়ে কতগুলি শুশুক নাকি চলে এসেছিল এইসব লবণহ্রদে। যাই হোক গাঙ্গেয় শুশুক হিসেবেই তারা থেকে যায়। তবে বিদ্যাধরী নদীর এই পশ্চিম শাখাটির কোনো চিহ্ন আজ আর নেই। তার রেখে-যাওয়া লবণহ্রদেরা ভরাট হয়ে পরিণত হয়েছে সল্টলেক উপনগরীতে। প্রকৃতিকে এভাবেই আমরা অদলবদল করে চলেছি আরকি।বিদ্যাধরীর পশ্চিম শাখা থেকে বেরিয়ে পিয়ালি নদী মিশেছিল মাতলার সঙ্গে। কিন্তু বিদ্যাধরীর মজে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিয়ালির উত্তরাংশে জল প্রায় নেই। আজ এসব নদীগুলো আর নদী নেই সেই ইতিহাস দু এক কথাই তুলে ধরতে চাই।বিদ্যাধরীর এই মজে যাওয়া অবশ্য সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক কারণে নয়। ভাগীরথী থেকে বিচ্ছিন্ন সে হয়ে পড়েছিল ঠিকই। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে অনেকগুলি খাল তৈরি করা হয়েছিল কৃত্রিমভাবে। নৌ-চলাচলের সুবিধের কথা ভেবে। ১৮৩০ সাল পর্যন্তও নাকি এই বিদ্যাধরী নদী গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের

এক অন্যতম প্রবাহ ছিল। কলকাতা পর্যন্ত তা বিস্তৃত ছিল বটেই। কিন্তু কৃত্রিম খালের বাড়াবাড়ির ফলে নদী খুব দ্রুত চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়ে। তবে বর্তমানের কলকাতার সমস্ত নিকাশি ব্যবস্থা নির্ভর করে আছে বিদ্যাধরীর ওপর। কিন্তু নদী প্রায় মজে যাওয়ায়, সুপরিকল্পিত সংস্কার না-হওয়ায় আজ তাতেও দুর্ভোগের কোনো শেষ নেই। নদী অনেকসময়ই নিজের মতো দিক বদলায়। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের যুগে ইচ্ছেমতো জলপথ নির্মাণ হতে থাকে, ফলাফলে বহু নদীই হারাতে থাকে তাদের মূল স্রোতখাত। কিন্তু আজ এতবছর পরেও, আমরাই বা কোথায় যত্ন নিলাম আমাদের নদনদীদের। অন্যদিকে প্রাচীন লোকায়ত থানগুলির মধ্যে দক্ষিণ রায়, গাজীবাবা, বিবি মা, পঞ্চানন, বিশালাক্ষী, রক্তগাজী, জামাইবলি ইত্যাদি এবং মেলাগুলির মধ্যে সাগর মেলা, নন্দার মেলা, বোলসিদ্ধির বাণফোঁড় মেলা, জয়নগরের ঝাঁপ, দক্ষিণ বিষ্ণুপুরের মেলা, বড়াশির গাজন প্রাচীন। সাহিত্য গবেষক বাণী দাসের বক্তব্য, মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব সাহিত্যে যে স্থান নাম ও মন্দিরগুলি পাওয়া যায় বাস্তবে তার অস্তিত্ব রয়েছে। এই জেলায় আদিগঙ্গার দুই তীরে বহু ধর্মস্থান সুদূর অতীতের মতো বর্তমানেও রয়েছে। রয়েছে সাহিত্যে উল্লিখিত যুদ্ধক্ষেত্রও।এদিকে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, রায়মঙ্গল ও চৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায় ছত্রভোগ, চক্রতীর্থ, অম্বুলিঙ্গ মন্দির ও ঘাট, নেতিধোপানির ঘাট, ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির, হাতিয়াগড়, বদরিকাকুণ্ড ইত্যাদি ও লোককাব্যে যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে পাওয়া যায় খনিয়া (দক্ষিণ রায় ও বরখান গাজি), হাতিয়াগড় ও বড়াল (অকানন্দ-বকানন্দ ও পীর গোরাচাঁদ), বিজয়নগর ও শাহজাদাপুর (মুকুট রাজা ও বরখান গাজী) ইত্যাদি।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

শাহরুখের 'জওয়ান' ও 'পাঠান' সেরা জনপ্রিয় সিনেমার তালিকায়

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বছর শেষ হতে না হতেই শুরু হয়েছে চলতি বছরের সব অঙ্গনের কাজের হিসেব। এর মধ্যে বাদ নেই শোবিজ ভুবনও। বৃহস্পতিবার ভারতীয় সবচেয়ে জনপ্রিয় সিনেমা এবং শীর্ষ জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজের তালিকা প্রকাশ করেছে আইএমডিবি।

প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া হিন্দি সিনেমার তালিকায় রাজত্ব করেছেন বলিউড কিং খান শাহরুখ। এ বছরে মুক্তি পাওয়া তার দুটি সিনেমা স্থান পেয়েছে তালিকায়।

আইএমডিবি প্রকাশিত এ বছরের জনপ্রিয় সিনেমার তালিকায় শীর্ষে রয়েছে শাহরুখ খানের 'জওয়ান'। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এ বছরে মুক্তি পাওয়া তার প্রথম সিনেমা 'পাঠান'।

এরপর তৃতীয় স্থানেই রয়েছে কিং খানের দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু করণ জোহর পরিচালিত সিনেমা 'রকি আউর রানি কি প্রেম কাহানি'। এ সিনেমার হাত ধরে ৭ বছর পর পরিচালনায় ফেরেন তিনি।

'জওয়ান' পরিচালক অ্যাটলি বলেন, 'জওয়ান' হলো একটি চিত্তাকর্ষক, আবেগপ্রবণ, অ্যাকশন, বিনোদনধর্মী সিনেমা যা জটিলভাবে এমন একজন ব্যক্তির গভীর আবেগময় কাহিনি তুলে ধরে যিনি সামাজিক অন্যায় সংশোধন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ চলচ্চিত্রটি আমাদের হৃদয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ধরে রেখেছে। বিশ্বব্যাপী দর্শকদের কাছ থেকে এর অভ্যর্থনা এবং ভালোবাসা অপ্রতিরোধ্য।

তিনি আরও বলেন, 'আমার কাজের বছরজুড়ে, বিশ্ব চলচ্চিত্র সম্পর্কে আমার জ্ঞান এবং উপলব্ধি আইএমডিবি দ্বারা ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। আইএমডিবি দ্বারা সম্মানিত হওয়া আমার জন্য সত্যিই একটি স্বপ্ন পূরণ। আমি শাহরুখ খান স্যার, আমার স্ত্রী, আমার দল এবং সম্মানিত দর্শকদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই তাদের অমূল্য অবদানের জন্য। প্রত্যেকের জন্য হৃদয় থেকে কৃতজ্ঞতা।'

এ খবর শুনে করণ জোহর বলেন, 'রকি অর রানি কি প্রেম কাহানি'-এর জন্য আমরা যে ভালোবাসা এবং উষ্ণতা পেয়েছি তাতে আমি এবং আমার টিম অভিভূত। আইএমডিবি-এর শীর্ষ ১০-এর তালিকায় থাকা হলো চলচ্চিত্রের অভ্যর্থনার ক্ষেত্রে একটি বিশাল বৈধতা। একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে আমি কৃতজ্ঞ এবং আরও বেশি উদ্দীপিত।'

প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া জনপ্রিয় সিনেমা তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছে থলপতি বিজয় অভিনীত 'লিও'। ওটিটি-তে স্ট্রিম হওয়া জনপ্রিয় সিনেমার তালিকায় শীর্ষে রয়েছে অ্যান্থলজি 'লাস্ট স্টোরিজ ২', তারপরেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে করিনা কাপুর খানের 'জানে জান' ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে সিদ্ধার্থ মলহোত্রর 'মিশন মজনু'।

'২০২৩ সালের সেরা ১০ সবচেয়ে জনপ্রিয় ভারতীয় ওয়েব সিরিজ' তালিকায় শহিদ কাপুরের 'ফরজি' রয়েছে প্রথম স্থানে। এরপর দ্বিতীয় স্থানে 'গানস অ্যান্ড গুলাবস' ও তৃতীয় স্থানে 'দ্য নাইট ম্যানেজার' রয়েছে।

'না, আমাকে পরমব্রত-পিয়া বিয়ের বিষয়ে কিছুই জানায়নি'

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : টলিউডের বর্তমান সময়ের সবচেয়ে চর্চিত ইস্যু হচ্ছে অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের বিয়ে। অনুপম রায়ের প্রাক্তন স্ত্রী পিয়া চক্রবর্তীকে নিজ ঘরে তুলতেই আলোচনায় এই অভিনেতা। বিয়ের পর পরমব্রতের বিরুদ্ধে পরকীয়ার অভিযোগও উঠেছে। বিশেষ করে অভিনেতার সমালোচনা করেছে, গায়ক অনুপম রায়ের ভক্তরা। পুরো বিষয় নিয়ে শুরু থেকেই চুপ ছিলেন অনুপম। পিয়ার সঙ্গে তার বিচ্ছেদ জীবনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি বলে এক সাক্ষাৎকারে জানালেও প্রাক্তনের বিয়ে নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি তিনি। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের খবর, অনুপমকে কিছু না জানিয়েই বিয়ে করেছেন পরমব্রত ও পিয়া। তারা যে বিয়ে করতে চলেছেন এ ব্যাপারে গায়কের কানে খবর পৌঁছেছিল ঠিকই কিন্তু প্রাক্তন স্ত্রী বা বন্ধু পরমব্রত তাকে অন্ধকারে রেখেই বিয়েটা করেছেন। খোদ অনুপমই জানিয়েছেন সে খবর।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আরেক অভিনেতা ঋতব্রত জানান, প্রাক্তন স্ত্রীর বিয়ের খবরকে নাকি 'গুড নিউজ' বলেছিলেন অনুপম! বিয়ের খবরটা অন্যের কাছ থেকেই জেনেছিলেন তিনি। পরমব্রত বা পিয়া কেউ জানাননি। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের পত্রিকা এই সময় ডিজিটালকে অনুপম বলেন, 'না, আমাকে তাদের বিয়ের বিষয়ে কেউ কিছু জানায়নি।'

এতটুকুই শেষ করেছেন এই গায়ক। প্রাক্তন স্ত্রী ও বন্ধুর বিয়ে নিয়ে এর বেশি কোনো মন্তব্য করতে চাননি। যদিও অনুপমের নীরবতা ভাঙার খবরে যেন কষ্টই পেয়েছেন তার ভক্তরা। অনেকেই বলছেন, 'তুমি অন্য কারোর গল্পে নায়িকা' অনুপমের লেখা এই লাইন এখন বাস্তব। সামাজিক মাধ্যমে পিয়া-পরমব্রতের বিয়ে নিয়ে যেসব আলোচনা হচ্ছে সেসব থেকেও নিজেকে দূরে রাখার অনুরোধ করেছেন গায়ক। আপাতত নিজের গান 'আমাকে আমার মতো থাকতে দাও'-এর লাইনটাই যেন সকলকে মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছেন তিনি।

অভিনয়ে আত্মপ্রকাশের আগেই শাহরুখ-কন্যার মুকুটে জুড়ল নতুন পালক!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : আর মাত্র কয়েক দিনের অপেক্ষা। তারপরেই বলিউডে পা রাখতে চলেছেন শাহরুখ খানের কন্যা সুহানা খান। জোয়া আখতারের 'দি আর্চিজ' সিরিজের মাধ্যমে বলিউডে অভিনেত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন তিনি। আগামী মাসেই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেতে চলেছে সেই সিরিজ। আপাতত তার প্রচারে ব্যস্ত বাদশা-কন্যা। তবে শুধুই অভিনেত্রী হিসেবে নয়, একই সঙ্গে গায়িকা হিসেবেও অভিষেক হতে চলেছে সুহানার। 'দি আর্চিজ' সিরিজেরই একটি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন শাহরুখ-কন্যা।

সিরিজের প্রথম ঝলক ও প্রচার ঝলকের পর সময়ে সময়ে মুক্তি পেয়েছে 'দি আর্চিজ'-এর একাধিক গানও। সদ্য মুক্তি পেয়েছে সিরিজের নতুন গান 'জাব তুম না থি'। সেই গানেই কণ্ঠ দিয়েছেন সুহানা। বলিউডের নামজাদা ও জনপ্রিয় সুরকারের দল শঙ্কর-এহসান-লয়-এর সুরে ওই গান গেয়েছেন সুহানা। তবে শুধুই সুহানাই নন, ওই গানে তার সঙ্গে আছেন ডট, তেজস, এমনকি, জাভেদ আখতারের মতো বর্ষীয়ান শিল্পীও। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাতায় সম্প্রতি সেই গানের ঝলক পোস্ট করে সুহানা লেখেন, "আমি আমার জীবনের প্রথম গান গাইলাম। জোয়া আখতার, শঙ্কর মহাদেবনকে ধন্যবাদ আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য।"

'দি আর্চিজ' সিরিজে অভিনয় করার জন্য স্কেটিং থেকে শুরু করে ব্যালের মতো কঠিন প্রশিক্ষণ নিয়েছেন সুহানা ও বাকি কলাকুশলীরা। স্কেটিং জুতা পরে মসৃণ মেঝেতে নাচের মহড়া দিতে গিয়ে বারবার উল্টে পড়েছেন গিয়েছেন তারা। তা সত্ত্বেও হাল ছাড়েননি শাহরুখ-কন্যা। সেই ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে ইতোমধ্যেই। শুধু স্কেটিংই নয়, সিরিজের জন্য ব্যালে নাচও শিখেছেন তিনি। ব্যালে শিখতে গিয়ে মাটিতে পড়ে আঘাতও পেয়েছেন। কয়েক মাস আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাতায় তেমনই একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন সুহানা। তবে বাবার মতো নিজের মেধা ও পরিশ্রমের মাধ্যমেই বলিউডে নিজের জায়গা তৈরি করতে চান সুহানা। নিজেকে যোগ্য বলে প্রমাণ করতে তাই কোনও খামতি রাখেননি বাদশা-কন্যা।

ফের মা হলেন শুভশ্রী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রাজ চক্রবর্তী ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় দম্পতি গেল জুন মাসেই সুখবর দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, বড় ভাই হতে চলেছে যুবান। বছর শেষেই এল খুশির খবর। দ্বিতীয়বারের জন্য মা হলেন অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন অভিনেত্রী। মা ও নবজাতক দু'জনেই সুস্থ রয়েছেন বলে জানিয়েছেন রাজ। নতুন অতিথির আগমনে খুশির জোয়ার চক্রবর্তী-গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারে। মেয়ে হওয়ার আনন্দে এক্স হ্যান্ডেলে রাজ লিখলেন, আমাদের সংসারে একমুঠো আনন্দ এল। আমরা খুব খুশি। আমাদের ছোট্ট রাজকন্যাকে ভালোবাসা ও আর্শীবাদে ভরিয়ে দিন।

শোনা যায়, ২০১৬ সালে 'অভিমান' সিনেমার শুটিংয়ের সময় রাজ ও শুভশ্রীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তার পর থেকেই একে অন্যকে চোখে হারাতেন নায়িকা-পরিচালক। ২০১৮ সালে মার্চ মাসে বাগদান সারেন রাজ-শুভশ্রী। সেই বছরের মে মাসেই বাঁধেন গাঁটছড়া। ২০২০ সালে করোনা মহামারির মাঝেই তারকা দম্পতির ছেলে সন্তান যুবানের জন্ম হয়।

ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে

শীর্ষে আর্জেন্টিনা, পাঁচে নামল ব্রাজিল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কাতার বিশ্বকাপের পরও জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছে আর্জেন্টিনা। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দলটি ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থানও ধরে রেখেছে। তবে ছন্দপতন হওয়া ব্রাজিল র‍্যাঙ্কিংয়ে দুই ধাপ নেমে গেছে। এছাড়া ভালো ফুটবল খেললেও পর্তুগাল ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে একধাপ পিছিয়েছে। সর্বশেষ ৩০ নভেম্বর রাতে র‍্যাঙ্কিং আপডেট করেছে আন্তর্জাতিক ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। সেখানে র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে আছে আর্জেন্টিনা। দুইয়ে আছে ফ্রান্স। তিন ও চারে যথাক্রমে ইংল্যান্ড ও বেলজিয়াম। তারা এক ধাপ করে এগিয়েছে। গত ২৬ অক্টোবরের র‍্যাঙ্কিংয়ে তিনে থাকা ব্রাজিল নেমে গেছে পাঁচে। এছাড়া সেরা দশে আছে যথাক্রমে নেদারল্যান্ডস, পর্তুগাল, স্পেন, ইতালি ও ক্রোয়েশিয়া। এর মধ্যে ডাচরা একধাপ এগিয়েছে, পর্তুগাল ছয় থেকে নেমে গেছে সাতে। আগামী বছরের ইউরোর আয়োজক জার্মানি র‍্যাঙ্কিংয়ে আছে ১৬ তে। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ আছে ১৮৩তম অবস্থানে। গত ২১ সেপ্টেম্বরের র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৮৯তম অবস্থানে ছিল বাংলাদেশ। ২৬ অক্টোবরের র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৮৩তম অবস্থানে ওঠে হ্যাবিয়ের ক্যাবরেরার দল। লেবাননের বিপক্ষে ঘরের মাঠে সমতা করে ওই অবস্থান ধরে রেখেছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।

কোপার ড্রতে থাকবেন স্কালোনি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ব্রাজিলের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে জয়ের পর বোমা ফাঁটান আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী কোচ লিওনেল স্কালোনি। জানান যে, আলবিসেলেস্তেদের ডাগ আউটে নিজের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে কথা বলবেন অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। সেজন্য কোপা আমেরিকার ড্র অনুষ্ঠানেও থাকবেন না তিনি।

তবে আপাতত একটি সংকট কেটেছে। আগামী ৭ ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে অনুষ্ঠেয় কোপা আমেরিকায় ড্র অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন কোপা আমেরিকা ও ফিনালিজিমাসহ ট্রেবল জয়ী কোচ স্কালোনি। আর্জেন্টাইন কোচের বরাতে দেশটির শীর্ষস্থানীয় ফুটবল বিষয়ক সংবাদ মাধ্যম টিওয়াইসি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ড্র অনুষ্ঠানে থাকবেন মানেই যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠেয় আগামী বছরের জুনের কোপা আমেরিকায় দলের ডাগ আউটেও থাকবেন এই নিশ্চয়তা অবশ্য দেননি স্কালোনি। তবে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) ও জাতীয় দলের অন্যান্য কোচিং স্টাফের বিশ্বাস মেসি-মার্টিনেজদের কোচের দায়িত্বে থেকে যাবেন স্কালোনি। কাতার বিশ্বকাপে মেসির আর্জেন্টিনাকে কাঙ্খিত বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন স্কালোনি। এরপর অ্যাসোসিয়েশন তার চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়েছে ২০২৬ সালে অনুষ্ঠেয় মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা বিশ্বকাপ পর্যন্ত। সংবাদ মাধ্যম এর আগে দাবি করেছে, অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ক্লদিও তাপিয়ার সঙ্গে ঠিকঠাক বনিবনা না হওয়ায় দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চান স্কালোনি। তবে দায়িত্ব ছাড়তে চাওয়ার কারণ শরীর ভালো না যাওয়া বলে উল্লেখ করেছেন এই আর্জেন্টাইন কোচ।

একনজরে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি

বিশ্বকাপের ২০ দল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে অনুষ্ঠেয় বৈশ্বিক মহাযজ্ঞের বাছাইপর্বে আফ্রিকার দেশ উগান্ডা যেন সারপ্রাইজ প্যাকেজ্ব। শক্তিশালী জিম্বাবুয়ে ও কেনিয়াকে হারিয়ে মূলপর্বে আগেই এক পা দিয়ে রেখেছিল তারা। বৃহস্পতিবার (৩০ নভেম্বর) নিজেদের শেষ ম্যাচে রুয়ান্ডাকে ৯ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়ে ইতিহাসের শেষ অধ্যায়টা রাঙিয়েছে উগান্ডা।

ফলে চূড়ান্ত হয়ে গেল ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ২০ দল। স্বাগতিক ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পারফরম্যান্স বিবেচনায় আসন্ন আসরে উঠেছে ১২টি দল। গত বিশ্বকাপের শীর্ষ আট দল- অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা এবং র‍্যাঙ্কিং বিবেচনায় রয়েছে আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ।

এ ছাড়া মহাদেশভিত্তিক কোয়ালিফায়ার খেলে আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, কানাডা ও পাপুয়া নিউগিনির পর মূলপর্ব নিশ্চিত করে এশিয়ার আরও দুই দেশ নেপাল ও ওমান। এবার সেই তালিকায় নাম উঠিয়েছে নামিবিয়া এবং উগান্ডা।

২০টি দলকে প্রথম রাউন্ডের জন্য চারটি গ্রুপে ভাগ করা হবে। প্রতিটি গ্রুপে থাকবে পাঁচটি দল। এখান থেকে শীর্ষ দুটি দল নিয়ে হবে সুপার এইট। এখানেও চারটি দল নিয়ে দুটি গ্রুপ ভাগ হয়ে খেলবে। প্রতি গ্রুপের শীর্ষ দুটি দল খেলবে সেমিফাইনালে।

একনজরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ২০ দল

যুক্তরাষ্ট্র, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, পাপুয়া নিউগিনি, কানাডা, নেপাল ও ওমান, নামিবিয়া ও উগান্ডা।

রোহিত-কোহলিকে বিশ্রাম,

ওয়ানডে দল থেকে বাদ সূর্যকুমার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপের ঠিক পর পর ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের পর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরেও সাদা বলের সংস্করণে দেখা যাবে না রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিকে। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ভারতের বড় দুই তারকার বিশ্রাম আরও লম্বা হয়েছে। তবে টেস্টে ঠিকই থাকছেন তারা।

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের জন্য বৃহস্পতিবার তিন সংস্করণের স্কোয়াড দিয়েছে ভারত। রোহিতের জায়গায় ওয়ানডে সিরিজে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান লোকেশ রাহুল। আর টি-টোয়েন্টি সিরিজে অধিনায়ক থাকছেন সূর্যকুমার যাদব। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চলমান টি-টোয়েন্টি সিরিজেও ভারতের নেতৃত্বে তিনি।

তবে ওয়ানডে বিশ্বকাপে আশানুরূপ পারফরম্যান্স করতে না পারা সূর্যকুমার বাদ পড়েছেন এ সংস্করণের দল থেকে। চোটের কারণে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে নেই সদ্য শেষ হওয়া বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি মোহাম্মদ শামিও। তিনি অবশ্য ভারতের টেস্ট দলে ফিরেছেন। তবে তার খেলার বিষয়টি নির্ভর করছে ফিটনেসের ওপর। এ ছাড়া টেস্ট দলে ফিরেছেন লোকেশ রাহুল, শ্রেয়াস আইয়ার ও যশপ্রীত বুমরাহ। টেস্ট দল থেকে বাদ পড়েছেন অজিঙ্কা রাহানে।

আগামী ১০ ডিসেম্বর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ডারবানে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে ভারতের। ১২ ও ১৪ বাকি দুই ম্যাচ খেলার পর ১৭ ডিসেম্বর জোহেন্সবার্গে শুরু হবে ওয়ানডে সিরিজ। ১৯ ও ২১ ডিসেম্বর হবে পরের দুই ওয়ানডে।

সীমিত ওভারের সিরিজের পর ২৬ ডিসেম্বর প্রথম ও ৩ জানুয়ারি দ্বিতীয় টেস্ট খেলবে দু দল। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ দুই টেস্টের সিরিজে খেলবেন রোহিত-কোহলিরা।

ভারতের টেস্ট স্কোয়াড :

রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শুভমান গিল, যশস্বী জসওয়াল, বিরাট কোহলি, শ্রেয়াস আইয়ার, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, ইশান কিষান (উইকেটরক্ষক), লোকেশ রাহুল (উইকেটরক্ষক), রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা, শার্দুল ঠাকুর, মোহম্মদ সিরাজ, মুকেশ কুমার, মোহম্মদ শামি, যশপ্রীত বুমরাহ (সহ-অধিনায়ক), প্রসিধ কৃষ্ণা।

ওয়ানডে স্কোয়াড :

লোকেশ রাহুল (অধিনায়ক), রুতুরাজ গায়কোয়াড়, সাই সুদর্শন, তিলক ভার্মা, রজত পাটিদার, রিংকু সিং, শ্রেয়াস আইয়ার, সাঞ্জু স্যামসন, অক্ষর পটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, যুজবেন্দ্র চাহাল, মুকেশ কুমার, আভেশ খান, আরশদীপ সিংহ ও দীপক চাহার।

টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড :

সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), রবীন্দ্র জাদেজা (সহ-অধিনায়ক), যশস্বী জসওয়াল, শুভমান গিল, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, তিলক ভার্মা, রিংকু সিং, শ্রেয়াস আইয়ার, ইশান কিষান, জিতেশ শর্মা, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবি বিষ্ণোই, কুলদীপ যাদব, আরশদীপ সিংহ, মোহম্মদ সিরাজ, মুকেশ কুমার ও দীপক চাহার।

সেই ছবি নিয়ে

অবশেষে মুখ খুললেন মার্শ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপ ট্রফির উপর পা রেখে ছবি তোলার পর এত দিন চুপই ছিলেন মিচেল মার্শ। ১১ দিন পর সেই ছবি নিয়ে মুখ খুললেন অস্ট্রেলিয়ার অলরাউন্ডার। জানালেন যে, তিনি ট্রফিটিকে অসম্মান করতে চাননি।

১৯ নভেম্বর ভারতকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। পরের দিন প্যাট কামিন্সের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি ছবি চমকে দেয় সকলকে। বিশ্বকাপ ট্রফির উপর পা রেখে বসে ছিলেন তিনি। সেই ছবি প্রসঙ্গে ১১ দিন পর অসি ক্রিকেটার 'সেন' নামক এক সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "বিশ্বকাপ ট্রফিকে অসম্মান করার কোনও ইচ্ছা আমার ছিল না। আমি ভাবিইনি ওই ছবি নিয়ে কিছু। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এটা নিয়ে প্রচুর কথা হচ্ছে বলে শুনেছি। আমি খুব একটা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখি না। আমাকে অনেকে বলেছে যে, ছবিটি ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। এর বেশি কিছু না।"

উল্লেখ্য, ভারতকে ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপের ফাইনালে হারিয়ে দেয় অস্ট্রেলিয়া। টানা ১০ ম্যাচে জিতে ফাইনালে উঠেছিলেন রোহিত শর্মারা। তারপরেও বিশ্বকাপ জিততে পারেননি। ভারতীয় সমর্থকদের মনের দুঃখ আরও বাড়িয়ে দেয় মার্শের ছবিটি। অজি ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয় থানায়। অভিযোগকারী জানিয়েছিলেন, ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকদের আবেগকে আঘাত করেছেন মার্শ।

বিশ্বকাপ আয়োজন থেকে

সরে দাঁড়ালো ডমিনিকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী বছরের ৪ জুন থেকে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের ৭টি দেশ মিলে ২০ দলের টুর্নামেন্ট আয়োজন করার কথা ছিল। কিন্তু বিশ্বকাপের ভেন্যু থেকে শেষ মুহূর্তে নাম সরিয়ে নিয়েছে ডমিনিকা। টুর্নামেন্টের আগ দিয়ে প্র্যাকটিস ও ম্যাচ ভেন্যু প্রস্তুত করতে পারবে না তারা। তাই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটির সরকার।

ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের সাতটি দেশের মধ্যে অন্যতম ডমিনিকা। দেশটির উইন্ডসর পার্ক স্টেডিয়ামে এখন পর্যন্ত ৬ টেস্ট এবং চারটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্রিকইনফো জানিয়েছে, জ্যামাইকা, গ্রেনাডা ও সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস বাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সব কটি ক্রিকেট খেলুড়ে দেশই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজনে দরপত্র জমা দিয়েছিল।

ডমিনিকার সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রধান নির্বাহী জনি গ্রেভ বিবৃতিতে জানিয়েছেন, 'আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজনের চেষ্টায় ডমিনিকার নিবেদন আমরা দেখেছি। ব্যাপারটি স্বীকার করে নিয়েই জানানো হচ্ছে সিদ্ধান্তের পেছনে কারণটা বোধগম্য।'

সিডব্লিউআই জানিয়েছে, ডমিনিকা সরে আসার পর আইসিসির সঙ্গে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে কাজ করছে তারা। সব পরিকল্পনা 'শিগগিরই' জানানো হবে।

বিশ্বকাপের দলগুলো হল যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, পাপুয়া নিউগিনি, কানাডা, নেপাল, ওমান, নামিবিয়া ও উগান্ডা।

প্রতারণার অভিযোগে

রোনালদোর বিরুদ্ধে বিলিয়ন ডলারের মামলা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ডিজিটাল মুদ্রা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে লেনদেনে প্রতারণার অভিযোগে পর্তুগিজের তারকা ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর বিরুদ্ধে ১ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা দায়ের করা হয়েছে। গত সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার সাউদার্ন জেলার একটি ফেডারেল আদালতে মামলাটি দায়ের করা হয়।

অভিযোগে বলা হয়েছে, রোনালদো ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিময় কোম্পানি বাইন্যান্স হোল্ডিং লিমিটেডের প্রতারণার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কোম্পানিটির হয়ে রোনালদোর প্রচারণা ছিল প্রতারণামূলক এবং বেআইনি।

বাদীদের দাবি, রোনালদোর মতো উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের সাথে বাইনান্সের অংশীদারিত্ব তাদেরকে ব্যয়বহুল এবং অনিরাপদ বিনিয়োগের দিকে পরিচালিত করেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

এজহারে বলা হয়েছে, এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, অনিবন্ধিত সিকিউরিটিজের অফার এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রতারণা করতো বাইনান্স। এক্ষেত্রে বিশ্বের কিছু ধনী, শক্তিশালী এবং স্বীকৃত সংস্থা এবং সেলিব্রিটিদের সাহায্য এবং সহায়তায় নিতো। যার মধ্যে বিবাদী রোনালদোর অন্যতম একজন ছিলেন।

তবে গতকাল বৃহস্পতিবার এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রোনালদোর আইনজীবিরা।

২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপের আগে বাইনান্সের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন রোনালদো। এই তারকা ফুটবলারের যোগ দেওয়ার পর অবিশ্বাস্য সফলতা লাভ করে কোম্পানিটি। এরপরই সেদিকে ঝুঁকতে শুরু করে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা।

মামলায় দাবি করা হয়েছে, কোম্পানিতে অংশগ্রহণের জন্য বাইনান্স রোনালদোকে কী পরিমাণ অর্থ দিয়েছে, সেটি যেন প্রকাশ করা হয়। যুক্তরাস্ট্রের সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বলেছে যে, প্রচারণা চালানোর জন্য কোম্পানিটি সেলিব্রেলিটিদের কী পরিমাণ অর্থ দিয়েছে, সেটি যেন ফেডারেল আদালত প্রকাশ করতে বলে।

গত গ্রীষ্মে, বাইনান্সের বিরুদ্ধে একটি অনিবন্ধিত সিকিউরিটিজ লেনদেন পরিচালনায় কাজ এবং ইউএস সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করেছিল নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR